জেলায় প্রতি মাসে ‘ব্যাঙ্ক সম্পর্ক দিবস’

এই সময়: কিষান ক্রেডিট কার্ড থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্রেডিট লিঙ্কেজ, বেকারদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, সামাজিক সুরক্ষার একাধিক সরকারি প্রকল্পই থমকে যাচ্ছে ব্যাঙ্কের দুয়ারে এসে। সরকারি সুপারিশের পরেও গুচ্ছ আবেদন ব্যাঙ্কে পড়ে থাকছে। সমাধানের লক্ষ্যে প্রশাসনের সঙ্গে ব্যাঙ্কের নিবিড় যোগসূত্র গড়তে জেলাগুলিকে প্রতি মাসে ‘ব্যাঙ্ক সর্ম্পক দিবস’ পালনের নির্দেশ দিল নবান্ন। যাতে সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তারা প্রাপ্য সময়ে হাতে পান। জেলাশাসকদের চিঠি দিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী জানিয়েছেন, এখন থেকে প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহের একটি কাজের দিনে এই সর্ম্পক দিবস পালন করতে হবে।

মুখ্যসচিবের পরমার্শ, কোন সরকারি স্কিমে উপভোক্তারা ব্যাঙ্কের সহযোগিতা পাচ্ছেন না, তা চিহ্নিত করতে হবে। জেলার কোন ব্যাঙ্কে আবেদন বেশি পড়ে, তার তথ্যসংগ্রহ করতে হবে। বহু উপভোক্তা সরকারি প্রকল্পে আবেদনের পর অনুমোদন সত্ত্বেও ব্যাঙ্কের সাহায্য পাচ্ছেন না। ক্ষুদ্র-মাঝারি-কুটির শিল্প, কৃষি দপ্তরের একাধিক প্রকল্পও থমকে যাচ্ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্রেডিট লিঙ্কেজেও হয়রানি ঘটছে। ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর থেকে এই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও তালিকা তৈরির পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যসচিব।

৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পেও টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে সময় মতো জমা পড়ছে না। বেকারদের ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডের আবেদন পরীক্ষা করে ব্যাঙ্কের কাছে ঋণের জন্যে সুপারিশ করে সরকার। কিন্তু সময়ে ঋণ পাচ্ছেন না আবেদনকারীরা। এই সংক্রান্ত বকেয়ার তালিকা তৈরি করে জেলার চার থেকে পাঁচটি লিডিং ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানসূত্র বের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিডিও, এসডিও-সহ জেলার সব দপ্তরের আধিকারিকদেরই এ কাজে সক্রিয় হতে হবে। ব্যাঙ্ক সম্পর্ক দিবস পালনে কতটা সুরাহা হলো, তা-ও জানাতে হবে নবান্নে।

নির্দেশ নবান্নর